নেতাজি

১৮৯৭ সালের ২৩শে জানুয়ারি ওড়িশার কটক শহরে সুভাষচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। বাবা জানকীনাথ বসু কটকে ওকালতি করতেন। মা ছিলেন প্রভাবতী দেবী। প্রাথমিক পাঠ শেষ করে তরুণ সুভাষচন্দ্র কলকাতার স্কটিশচার্চ কলেজে ভর্তি হন। ইংল্যান্ড থেকে আই. সি. এস. পাশ করে দেশে ফেরেন। তরুণ সুভাষচন্দ্র ইংরেজের লোভনীয় চাকরি না করে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেন। এজন্য বহুবার তাকে জেলে যেতে হয়। ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার জন্য দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে তিনি

গোপনে জার্মানি, জাপান ঘুরে সিঙ্গাপুরে আসেন। এখানে সুভাষচন্দ্র 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' নামে এক সেনাবাহিনী তৈরি করেন। ভারতের মণিপুরে ইংরেজের সঙ্গো লড়াই করে আজাদ হিন্দ বাহিনী পরাজিত হয়। আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করার পরই তাঁর নাম হয় 'নেতাজি'। ভারতীয়রা নেতাজিকে চিরকাল মনে রাখবে। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ভারতীয়রা তাঁর জন্মদিন ২৩শে জানুয়ারিকে প্রতি বছর শ্রদ্ধার সাথে পালন করে।

৬ বচন

আমরা যখন বলি ছেলেটি বা মেয়েটি তখন আমরা বুঝি একটি ছেলে বা একটি মেয়ে। আবার যখন বলি ছেলেগুলি বা মেয়েগুলি তখন একের অধিক ছেলে বা মেয়ে বুঝি। **একটি বোঝালে একবচন হয় আর একের বেশি বোঝালে বহুবচন হয়।**

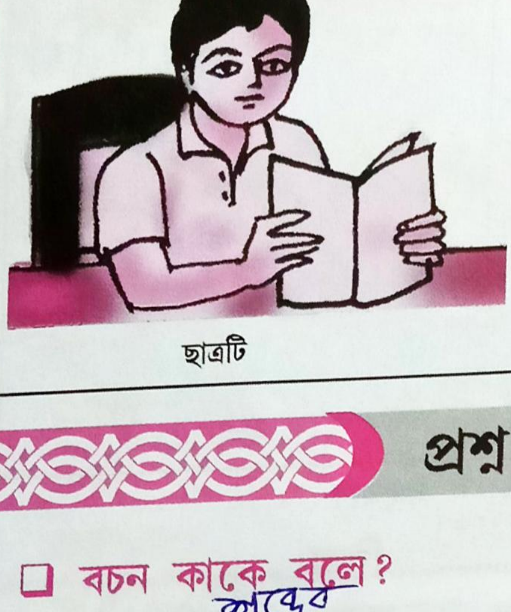

ছাত্রটি

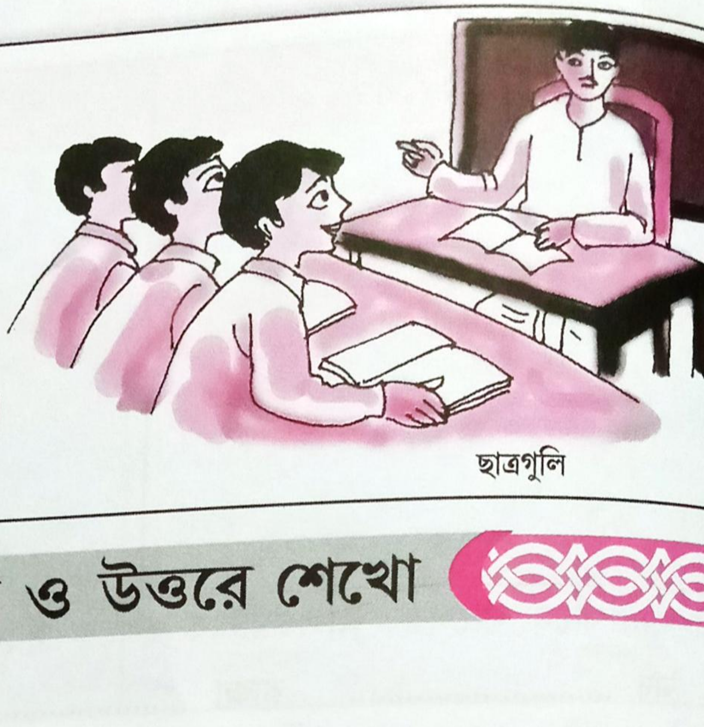

ছাত্রগুলি

প্রশ্ন ও উত্তরে শেখো

☐ **বচন কাকে বলে?**

উ ঃ যে চিহ্নের দ্বারা কোনো ব্যক্তি, বস্তু বা প্রাণীর সংখ্যা বোঝায় তাকে বচন বলে। বচন দুই প্রকার। যথা— (১) একবচন ও (২) বহুবচন।

☐ **একবচন কাকে বলে?**

উ ঃ যে শব্দের দ্বারা একজন ব্যক্তি, একটি বস্তু বা একটি প্রাণী বোঝায়, তাকে একবচন বলে। যেমন—একটি ফুল। একটি গোরু। ছেলেটি, চেয়ারটি, ঘরটি, কুকুরটা ইত্যাদি।

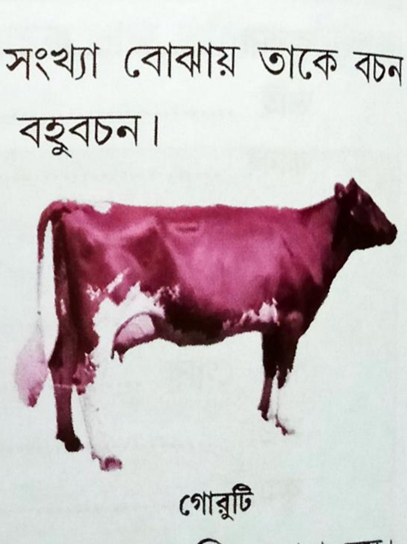

গোরুটি

একবচন বোঝাতে শব্দের শেষে টি, টা, খানা, খানি, গাছা প্রভৃতি যোগ হয়।

❑ বহুবচন কাকে বলে?

উঃ যে শব্দের দ্বারা একের বেশি ব্যক্তি, বস্তু বা প্রাণী বোঝায় তাকে বহুবচন বলে। যেমন—ফুলগুলি, ছেলেরা, মানুষগুলো, চারটে কুকুর, ব্যাঙগুলো ইত্যাদি।

ফুলগুলি

বহুবচন বোঝাতে শব্দের শেষে গুলি, গুলো, রা, এরা ও শব্দের প্রথমে একের বেশি সংখ্যা বসিয়ে বহুবচন বোঝানো হয়।

একবচন পদকে বহুবচন পদে পরিণত করার কতকগুলি নিয়ম আছে—নীচে দেখো।

(১) এক বচনের শেষে রা, এরা যুক্ত করে বহুবচন করা হয়। যথা—

একবচন	বহুবচন	একবচন	বহুবচন
মানুষ	মানুষেরা	মেয়ে	মেয়েরা
জেলে	জেলেরা	বালক	বালকেরা

(২) বিশেষ্যের পরে গণ, রাজি, সকল, মালা, বৃন্দ ইত্যাদি যোগ করে। যথা—

একবচন	বহুবচন	একবচন	বহুবচন
দেব	দেবগণ	বৃক্ষ	বৃক্ষরাজি
চোর	চোরসকল	পাখি	পাখিসব
মেঘ	মেঘমালা	ছাত্র	ছাত্রবৃন্দ

(৩) বিশেষ্যের পূর্বে অনেক, বহু, প্রচুর, সকল ইত্যাদি যোগে বহুবচন করা যায়। যথা—

একবচন	বহুবচন	একবচন	বহুবচন
বই	অনেক বই	মানুষ	সকল মানুষ
টাকা	প্রচুর টাকা	বাড়ি	বহু বাড়ি

(৪) বিশেষ্যের পূর্বে বা পরে সংখ্যাবাচক শব্দ বসিয়ে বহুবচন করা যায়। যথা—

একবচন	বহুবচন	একবচন	বহুবচন
মাস	দুই মাস	নদী	তেরো নদী
হরিণ	ছয়টি হরিণ	টাকা	পাঁচশত টাকা

এতক্ষণ আমরা বিশেষ্য পদের বহুবচনের রূপ শিখলাম। সর্বনাম পদেরও একবচন ও বহুবচন হয়। যথা—

একবচন	বহুবচন	একবচন	বহুবচন
আমি	আমরা	তুমি	তোমরা
সে	তারা	আপনি	আপনারা
আমার	আমাদের	তার	তাদের
এইটি	এইগুলি	যার	যাদের

। নীচের শব্দগুলির বহুবচন করো।

দেব, বাড়ি, যিনি, কে, ইনি, আপনি, ঐটি।

। কোন্‌টা কী বচন? নীচের ছকটিতে লেখো।

তারা, তোমরা, তোমাদের, যাহারা, ফুল, তরঙ্গ, তারকা, গ্রাম, সমূহ, পুরুষেরা, রাজারা, সাতসমুদ্র, তেরোনদী।

একবচন	বহুবচন